আক্বীদা ইসলামিয়াহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আক্বীদা ইসলামিয়াহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

আক্বীদা

العقيدة

১- আহলেহাদীছগণ (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফিরিশতাগণের উপরে (৩) আল্লাহ প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) রাসূলগণের উপরে (৫) বিচার দিবসের উপরে এবং (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে ঈমান পোষণ করেন।

ব্যাখ্যাঃ (১) আল্লাহ্র উপর ঈমান : পারিভাষিক অর্থে আহলেহাদীছের নিকটে 'ঈমান' হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা।* যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।

খারেজীগণ তিনটি বিষয়কেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। সেকারণ কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের মতে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। মুরজিয়াগণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকেই 'ঈমান' বলেন। 'কর্ম' ঈমানের অংশ নয়। সেকারণ কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট পূর্ণ ঈমানদার। আমলহীন শৈথিল্যবাদী মুসলমানগণের অধিকাংশ নামে-বেনামে এই দলভূক্ত। পক্ষান্তরে খারেজী আক্বীদার অনুসারীরা চরমপন্থী হয়ে থাকেন। উক্ত দুই কট্টর ও শৈথিল্যবাদী আক্বীদার মধ্যপন্থী হ'ল আহলেহাদীছের আক্বীদা। এই আক্বীদার অনুসারীগণ কবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে কাফের বলেন না। বরং ফাসেক বা ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদার বলেন। তারা কবীরা গোনাহকে ঘৃণা করেন ও তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন এবং পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য সৎকর্ম সম্পাদনকে আবশ্যিক গণ্য করেন।

মুরজিয়াদের বারোটি উপদলের মধ্যে কার্‌রামিয়াগণ বিশ্বাস ও আমল ছাড়াই কেবল মুখে 'স্বীকৃতি' ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। সাধারণ মুরজিয়াগণ 'বিশ্বাস ও স্বীকৃতি'কেই ঈমান বলে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা ও কিছু সংখ্যক ফক্বীহ 'আমল'কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি রবং 'ঈমানের বাস্তব পদ্ধতি' (شـــرائع الإيمان) বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র উপরে ঈমান রাখেন 'রব' হিসাবে, একক 'ইলাহ' হিসাবে, তাঁর অনন্য নাম ও গুণাবলী সহকারে, যা মাখলূকের নাম ও গুণাবলীর

---

* اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَّةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ-

সাথে তুলনীয় নয়। এই নির্ভেজাল একত্ববাদকেই বলা হয় 'তাওহীদ', যাকে তিনভাগে ব্যাখ্যা করা চলে। যথা : (১) তাওহীদে রবূবিয়াত (توحيد الربوبيـــة) : সৃষ্টি ও পালনে আল্লাহ্‌র একত্ব (২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (توحيد الأسماء والـــصفات) : নাম ও গুণাবলীর একত্ব (৩) তাওহীদে ইবাদাত ও উলূহিয়াত (توحيد العبادة أو الألوهية) : ইবাদত বা উপাসনায় একত্ব।

(১) তাওহীদে রবূবিয়াত (توحيد الربوبيـــة) : এর অর্থ হ'ল আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস করা। কিছু সংখ্যক নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষ সকল যুগে আল্লাহকে 'রব' হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছে। মুশরিক আরবরাও এ বিশ্বাস রাখত। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই কালামে পাকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/২১)*। এমনকি তারা তাদের সন্তানদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব ইত্যাদি রাখত। তাই শুধুমাত্র তাওহীদে রবূবিয়াতের উপর ঈমান আনলেই কেউ মুমিন হ'তে পারে না এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ না তাওহীদে ইবাদতের উপর ঈমান পোষণ করে।

(২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (توحيد الأســـماء والـــصفات) : এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্বের ব্যাপারে যেমন বর্ণিত আছে তেমনভাবেই বিশ্বাস করা। কোন রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র নিজস্ব আকার আছে, যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তাঁরা আল্লাহ্‌র সত্তা ও আকৃতির কোন রূপ কল্পনা করেন না। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীকে বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সদৃশ মনে করেন না, কিংবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে কোন গৌণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁরা আল্লাহকে নিরাকার ও নির্গুণ সত্তা মনে করেন না। তারা আল্লাহ্‌র নাম ও নামীয় সত্তাকে (الإسم والمسمى) এক ও অবিভাজ্য মনে করেন এবং আল্লাহ্‌র সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন ও ক্বাদীম (সনাতন) বলে বিশ্বাস করেন।

তাঁরা একথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র অহি-র মাধ্যমেই কেবল ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ে এবং বস্তুর ভাল-মন্দ বিষয়ে সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ দুনিয়ার সকল নবীই এ বিষয়ে কেবল অহি-র সাহায্যে জ্ঞান লাভ করেছেন। এমনকি 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' এই মৌলিক বিষয়ে নিশ্চিত ঈমান আনয়নের জন্য কেবল মানবীয় জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বরং 'অহি' প্রয়োজন *(শূরা ৪২/৫১)* এবং উম্মতের জন্য প্রয়োজন অহি-র নিকটে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। নইলে ঈমান আনার পরেও মুশরিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ) - ইউসুফ ১২/১০৬)।

www.ahlehadeethbd.org

ধারণ করি বা লিখি, তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কালাম। কুরআনের প্রতিটি বর্ণ, শব্দ, অর্থ, আওয়ায সবই আল্লাহ্র, যা ক্বাদীম ও গায়ের মাখলূক্ব। কুরআন ‘লওহে মাহফূযে’ সুরক্ষিত ছিল। সেখান থেকে জিব্রীল মারফত ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল হয়েছে। অতঃপর যে ভাষায় কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে নাযিল হয়েছে, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) সেই ভাষাতেই যথাযথভাবে তা বিশ্ববাসীর নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব হ’তে একটি বর্ণ পাঠ করল, সে নেকী পেল। প্রত্যেক নেকী তার দশগুণ হয়। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মীম (الم) একটি হরফ। বরং ‘আলিফ’ একটি হরফ, ‘লাম’ একটি হরফ ও ‘মীম’ একটি হরফ’ *(তিরমিযী)*। তিনি বলেন, ‘তোমরা কি আমাকে আমার প্রভুর কালাম প্রচার করতে বাধা দিবে? *(আবুদাঊদ)*। এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআনের প্রতিটি বর্ণ আল্লাহ্র।

এক্ষণে যদি কেউ বলেন যে, কুরআন মাখলূক্ব কিংবা কুরআনের শব্দ মাখলূক্ব ও মূল ভাবটি (معنى) ক্বাদীম, কিংবা বর্তমান কুরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই কিংবা যদি কেউ কুরআনের কোন একটি হরফকেও অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে, সে মুমিন নয়।

৭- গায়েবে বিশ্বাস : আহলেহাদীছগণ ঐসব গায়েবী ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেন, যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে খবর দিয়েছেন। যেমন মি‘রাজের ঘটনাবলী, কবরের সওয়াল-জওয়াব, আযাব ও শান্তি, ক্বিয়ামতপূর্ব কালে ইমাম মাহ্দী-র আগমন ও সমগ্র পৃথিবীতে সাত বছর যাবত ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানুষের সঙ্গে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা এবং জীবজন্তুর কথোপকথন প্রভৃতি ছাড়াও ক্বিয়ামত প্রাক্কালের দশটি নিদর্শন, যেমন (১) পশ্চিম দিকে হ’তে সূর্যের উদয় (২) ‘দাব্বাতুল আরয’-এর আগমন (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব (৪) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ (৫) ইয়াজূজ-মাজূজ-এর আগমন (৬) প্রাচ্যে (৭) পাশ্চাত্যে ও (৮) আরব উপদ্বীপে মাটিতে ধ্বস নামা (৯) ধোঁয়া উদগীরণ ও সবশেষে (১০) ইয়ামন অথবা অন্য বর্ণনা মতে এডেন-এর গর্তসমূহ (قعر عدن) হ’তে প্রচণ্ডবেগে অগ্নি নির্গত হওয়া, যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনা মতে ‘প্রচণ্ড ঝড়’ যা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর সিংগায় ফুঁক দান, ক্বিয়ামত অনুষ্ঠান, মৃতদের পুনর্জীবন লাভ, হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া, বিচারের সম্মুখীন হওয়া, দাঁড়িপাল্লায় আমলের ওযন হওয়া, হাউয কাওছার, পুলছিরাত সবকিছুকেই নির্দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করা।

৮- জান্নাত, জাহান্নাম ও তার ভিতরকার সবকিছু বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে ঃ যার প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। মি‘রাজের সময়ে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) স্বচক্ষে

জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এছাড়াও ৩১৩ জন বদরী ছাহাবী এবং হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে ‘বায়‘আতুর রিয্ওয়ানে’ উপস্থিত ১৪০০ শত ছাহাবীর সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জাহান্নাম হ’তে মুক্ত।

১৫- আহলেহাদীছের অন্যতম আক্বীদা হ’ল রাসূল পরিবারকে মহব্বত করা ও তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা।

‘রাসূল পরিবার’ (أهل البيت) বলতে চাচা আবু ত্বালিবের তিন পুত্র আলী, জা‘ফর ও আক্বীল এবং চাচা আব্বাস (মৃঃ ৩৩ হিঃ)-এর পরিবারবর্গকে বুঝায়, যাঁরা বনু হাশিমের অন্তর্ভুক্ত এবং যাঁদের জন্য ছাদাক্বা খাওয়া হারাম। এঁদের সঙ্গে বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের অনেকে যুক্ত আছেন। এঁরা জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই নবীর নিরাপত্তার জন্য জানমাল নিয়ে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরাই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘খুম্ম কূয়া’র নিকটে একদিন সকল ছাহাবীকে জমা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরিবারের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য উম্মতকে বিশেষভাবে তাকীদ দিয়ে গেছেন।

‘রাসূল পরিবার’ বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণকেও বুঝানো হয়। ‘উম্মাহাতুল মুমিনীন’ বা উম্মতে মুসলিমার মাতা হিসাবে তাঁরা চিরকাল বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী। জান্নাতেও তাঁরা রাসূলের (ছাঃ) স্ত্রী হয়ে থাকবেন। এদের মধ্যে মা খাদীজা ও মা আয়েশা হ’লেন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারিণী। আহলে বায়তের প্রতি মর্যাদার ব্যাপারে আহলেহাদীছগণ খারেজী ও শী‘আদের বাড়াবাড়ি হ’তে মুক্ত।

১৬- আহলেহাদীছগণ ‘কারামাতে আউলিয়ায়’ বিশ্বাস পোষণ করেন।

তাঁদের মতে এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে তাঁর কোন নেক বান্দার প্রতি কারামত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন, এটা কেবলমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার নিজস্ব কোন গৌরব নেই।

পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে ‘আছহাবে কাহফ’-এর মহানিদ্রা ও পুনর্জাগরণের ঘটনা, মসজিদের মেহরাবের মধ্যে বিবি মরিয়ামের জন্য জান্নাত হ’তে খাদ্য আগমন, তাঁকে স্বামী ছাড়াই সন্তান প্রদান, মাতৃক্রোড়ে শিশু ঈসা (আঃ)-এর বাক্যালাপ প্রভৃতি কারামাতের প্রমাণ বহন করেন।

আমাদের নবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় আবুবকর (রাঃ), আছিম বিন ছাবিত (রাঃ), খুবায়েব (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবার কারামত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবার কারামত প্রমাণিত হয়েছে। ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের পরেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত ‘কারামতে আউলিয়া’ জারি থাকবে। আহলেহাদীছের আক্বীদা মতে কারামতের কারণে কেউ উম্মতের ‘বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত’ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্যকারী,

প্রয়োজন পূরণকারী বা ইল্‌মে গায়েবের অধিকারী হ’তে পারেন না। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁর প্রতি তা’যীমী সিজদা করা, নযর-নেয়ায পেশ করা, মৃত্যুর পরে তাঁর অসীলায় প্রার্থনা নিবেদন করা স্পষ্ট শিরক হবে। মু’তাযিলাগণ ও কিছু কিছু আশ‘আরী বিদ্বান কারামাতে আউলিয়াকে অস্বীকার করে থাকেন।

১৭- যা স্বপ্নঘোর (أضغاث أحـــلام) নয়, মুমিনের সেই সকল শুভ স্বপ্নে (الرؤيـــا الصالحة) আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।

নবীদের স্বপ্ন ‘অহি’ ছিল। বর্তমানে নবুঅত নেই, কিন্তু সুসংবাদ বা সত্যস্বপ্ন বাকী আছে। নেক স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং স্বপ্নঘোর বা দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। আহলেহাদীছের আক্বীদা মতে কারামাতে আউলিয়ার ন্যায় ‘সত্যস্বপ্ন’ শরী‘আতের কোন দলীল নয়।

১৮- আহলেহাদীছের আক্বীদা মতে ভাল-মন্দ সকল ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয।

আল্লাহ বলেন ‘তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর’ *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। বিদ্রোহী ফাসেক দল কর্তৃক মদীনা অবরোধের সময় তাদের পিছনে ছালাত আদায়ে অনিচ্ছুক মুমিনদেরকে নিয়মিত জামা‘আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে খলীফা ওছমান গণী (রাঃ) বলেছিলেন, ‘মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে ছালাতই সর্বোত্তম। অতএব যখন কেউ এই উত্তম কাজটি করে, তখন তোমরা তাদের অনুগামী হও এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহ হ’তে বিরত থাক’। উমাইয়া সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক মক্কা নগরী অবরোধকালে ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (মৃঃ ৭৪ হিঃ) কখনও হাজ্জাজের সৈন্যদের পিছনে কখনও আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (১-৭৩ হিঃ)-এর সৈন্যদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন।

১৯- আহলেহাদীছের আক্বীদা হ’ল ভাল-মন্দ সব ধরনের মুসলিম আমীরের আনুগত্য করা।

অবশ্য শরী‘আত বিরোধী কোন হুকুম মানতে মুসলিম প্রজাসাধারণ বাধ্য নন। শাসক অপসন্দনীয় হ’লে ছবর করতে হবে। তাঁর হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দো‘আ করতে হবে। ইছলাহের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্মুখে হক কথা বলতে হবে। সংশোধনের অযোগ্য বিবেচিত হ’লে কোন কোন আহলেহাদীছ বিদ্বানের মতে তাঁকে পদচ্যুত করতে হবে। শত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হ’লে ভাল-মন্দ সব আমীরের অধীনে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা চলবে না। নারীকে মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্বে বসানো যাবে না। অমনিভাবে যারা নেতৃত্ব চেয়ে নেয় বা লোভ করে কিংবা আকাঙ্খা পোষণ করে তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া যাবে না *(বুখারী ও মুসলিম)*।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।